তুমিও হবে পৃথিবীর একজন সফল পুরুষ

সংকলন ও সম্পাদনা
আবু যারীফ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সংকলকের কথা

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। কারণ তিনিই সৃষ্টিকুলের একমাত্র সত্য রব্ব। অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণপ্রিয় সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সর্বশেষ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্মানিত আসহাবগণের উপর। অতঃপর যা বলতে চাই-

তরুণ-যুবাদেরকে যুগের স্রোতে যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার উস্কানি অনেকেই দিয়ে যাচ্ছে। কেউ "কাছে আসার গল্প" লিখে, কেউবা "কাছে আসার অসমাপ্ত গল্প", আবার কেউবা "কনসেনচুয়াল ফিজিক্যাল রিলেইশান এর মোটিভেশনাল স্টোরি" লিখে। গল্পের ছলে দু'টি গায়রে মাহরাম ছেলে-মেয়ের যিনার কাহিনী হট কেকের মতো গলধঃকরণ করানো হচ্ছে কচি কচি কোমলমতি পাঠকদেরকে। চরিত্র গঠনের বদলে চরিত্র বিনাশের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্মকে।

এসব চলমান সমস্যার পাশাপাশি আরো কিছু জরুরী টপিকের উপর এই সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

এটি কোন ধর্মীয় বই বা ফাতওয়ার কিতাব নয়, তবে অবশ্যই এটি মুসলিম তরুণ-যুবাদের জন্য পাঠোপযোগী একটি কল্যাণকর নাসিহার বই।

মহান রব্বে কারিম সংকলনটিকে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

রব্বের ক্ষমার মুখাপেক্ষি
বান্দা আবু যারীফ
২৫ জানুয়ারী, ২০২১ ঈসায়ী।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ (সা.)।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর করোনাকালীন দুর্যোগের মাঝেও ভাই আবু যারীফ-এর দ্বিতীয় নাসিহাহ সংকলনটি আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিপূর্বে আমরা বোনদের নিয়ে যুগোপযোগী একটি নাসিহাহ সংকলন প্রকাশ করেছিলাম 'আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী' নামে। যা পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এবার তরুন ও যুবক ভাইদের নিয়ে একটি নাসিহাহ সংকলন তৈরী করে দিতে অনুরোধ করেছিলাম ভাই আবু যারীফকে। অবশেষে তিনি আমাদের উপহার দিলেন 'তুমিও হবে পৃথিবীর একজন সফল পুরুষ' নামক নাসিহাহ সংকলনটি।

সংকলনটিতে তাঁর বিষয়-বৈচিত্র আমাদেরকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে তরুণ ও যুবক শ্রেণীর উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর মুন্সিয়ানা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। ফলে আমরা আশাবাদী—নাসিহাহ সংকলনটি পাঠকের রুচি-বৈচিত্রের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তাদের জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ্।

আমরা শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে গ্রন্থটি উপস্থাপন করতে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছি। সফল হয়েছি কি না তা পাঠকরাই ভালো বলতে পারবেন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, গ্রন্থটির সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহারের সকল প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার ভুল চোখে পড়লে এবং আমাদেরকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের সুযোগ থাকবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সংকলনটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন। আমিন!

মো. ইসমাইল হোসেন
পথিক প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচিপত্র

কেন তোমাকে লিখছি..... ১১
তোমার সুরক্ষা তোমার হাতেই! ১১
তোমার সমস্যার চেয়েও জটিল হচ্ছে এর সঠিক সমাধান! ১২
সমাজ তোমার দেহঘড়ির সময় উল্টে দিচ্ছে..... ১২
প্রতারক সুশীলদের থেকে সাবধান!..... ১৩
নিজের অমুল্য যৌবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না..... ১৪
তোমার সমস্যার কল্যাণকর সমাধান অবশ্যই রয়েছে..... ১৬
তোমাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে..... ১৬
"যৌবন" মহান আল্লাহর দেয়া এক বড় নিয়ামত..... ১৭
দৃষ্টির গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক হও..... ১৭
দৃষ্টির লাঞ্ছণা খুবই করুণ ও ভয়াবহ! ১৮
কিয়ামতের দিন যদি অন্ধ হয়ে উঠতে হয়!..... ১৮
পর্ণ দেখাটা কতটুকু স্বাভাবিক? ১৯
যদি এমন হয়... ..... ২০
পর্ণগ্রাফি- Pornography নিয়ে কিছু গবেষণার ফলাফল ২১
পর্ণগ্রাফি ও ডোপামিন (Dopamine) ২২
পর্ণগ্রাফি (Pornography) আসক্তির ভয়াবহ ফলাফল ২৩
পর্ণগ্রাফির আসক্তি থেকে যেভাবে মুক্তি পেতে পারো ২৫
পর্ণাসক্ত ব্যক্তি কিভাবে সেক্স লাইফ পুনরুদ্ধার করবে?..... ৩৩
দৃষ্টির হিফাযতে রয়েছে অন্তরের পবিত্রতা..... ৩৭
লোকচক্ষুর অন্তরাল মানেই সব প্রমাণ মুছে যায়নি! ৩৭
কামনার দৃষ্টির ক্ষুধা সহজে মিটবার নয়!..... ৩৯
জন্মসূত্রে মুসলিমদের ঈমান আনা এবং ইসলাম কবুল করার আবশ্যকতা.... ৪০

তুমি কিভাবে ঈমানদার মুসলিম হিসেবে স্বীকৃত হবে? ৪৭
ঈমানের প্রকৃত স্বাদ কীভাবে লাভ করা যাবে? ৪৯
কোন অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগ করো না ৫২
হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রয় করো না ৫৫
গুনাহ্ করার আগেই সাবধান হয়ে যাও ৫৬
সার্বক্ষণিক তাওবাহ জারি রাখো ৫৭
আল্লাহ চাইলেন তাক্বওয়া, আমরা দিলাম রিয়া! ৫৮
ভালো কাজে প্রতিযোগীতা কর, তবে রিয়াকার হয়ো না..... ৫৮
দুনিয়াকে চিনে নাও ৬০
দুনিয়ার চোরাবালিতে একদিন হারিয়ে যেতে হবে ৬১
দুনিয়ার চাকচিক্য তো স্রেফ মরীচিকা..... ৬৩
কাফিরদের ন্যায় দুনিয়াকে লক্ষ্য বানিয়ো না! ৬৪
প্রয়োজন আর চাহিদার পার্থক্য করতে শিখো..... ৬৬
সম্পদের মোহ যেন তোমাকে অন্ধ না করে দেয়!..... ৬৭
উসমান ইবনু আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহু..... ৬৮
খাব্বাব বিন আরাত রাজিয়াল্লাহু আনহু ৬৯
আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাজিয়াল্লাহু আনহু..... ৭০
'মডারেট ইসলাম' ফিতনা.....৭৪
মুসলিম হও, তবে মডারেট ইসলামের অনুসারী হয়ো না..... ৭৫
ঘৃণা ও ভালবাসার মাপকাঠি তোমাকে জানতে হবে ৭৭
সুধারণা পোষণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য.....৭৯
পশ্চিমের মানসিক দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসো..... ৮১
আমরা সবাই কম বেশী Brainwash এর শিকার!.....৮৩
বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হও ৮৪
Just Friend, Good Friend, Best Friend ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক হও
.....৮৮
তারুণ্যের অদম্য উচ্ছ্বাসে ভেসে যেও না ৯০
কাফেরদের লেন্স দিয়ে ইসলামকে দেখো না ৯২

যে যুবক পাবে আরশের ছায়া!..... ৯৩
হিলা বাহানায় হারামকে হালাল মনে করো না ৯৪
'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচাকেনার উদাহরণ ৯৫
সবকিছু মহান আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে..... ৯৮
রিযিক নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছো?..... ১০০
দুআ কবুল হচ্ছে না? হতাশ হয়ো না.....১০২
অধিক দুনিয়া চেয়ো না.....১০৭
তুমি মানুষকে দ্বীন-ইসলামের দিকে আহ্বান করো ১০৯
শেষ যামানার ফিতনা 'রিদ্দাত' সম্পর্কে সতর্ক হও.....১১০
বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন ১১৩
কেন দ্বীন বুঝনেওয়ালা মেয়ে বিয়ে করা উচিত? ১১৪
বিয়ের জন্য কনে নির্বাচনে সচেতন হও ১১৬
বিয়ের পাত্রী দেখতে যাবে? তবে তোমার জন্য কিছু নাসিহাহ্ ১১৮
বরকতময় বিয়ের জন্য অগ্রসর হও ১২০
সুখি দাম্পত্য জীবনের জন্য নাসিহাহ্..... ১২২
স্ত্রীকে উপযুক্ত পরিবেশ দাও ১২৫
বাইরের লোকজনের জন্য নয় জীবনসঙ্গীনির জন্য নিজেকে সাজাও.....১২৬
জীবনসঙ্গীনীর জন্য সুন্দর একটা নাম নির্বাচন কর ১২৬
স্ত্রীর গুণের মূল্যায়ন কর ১২৬
স্ত্রীর ছোটখাটো ভুলগুলো এড়িয়ে যাও.....১২৬
স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসো ১২৭
স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা আদায় কর..... ১২৭
জীবনসঙ্গিনীকে খুশি করতে চেষ্টা কর..... ১২৭
তার সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখ ১২৭
গৃহস্থালীয় কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা কর ১২৮
স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ও ভদ্রোচিত আচরণ কর.....১২৮
একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের সময় স্ত্রীর ইচ্ছাকেও প্রাধান্য দাও ১২৮
স্ত্রীর জন্য সামর্থানুযায়ী ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর.....১২৮

কেন তোমাকে লিখছি

দুনিয়ার হায়াত থেকে চল্লিশেরও অধিক বসন্ত আর ফাগুনের আগুন ঝরানো দিন পার করে যৌবনের তৃতীয় ধাপে উপনীত হয়েছি। পেরিয়ে আসা হায়াতের দিনগুলোতে ভ্রমণ করেছি অনেক শহর, গ্রাম, লোকালয়। বহু চেনা-অচেনা মানুষের সাহচর্য লাভ করেছি। ফলে বহু শ্রেণী পেশার মানুষের জীবন ও একান্ত জগত সম্পর্কে বাস্তব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তোমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা লেখা প্রয়োজন মনে করছি। একটু সময় নিয়ে পড়ে দেখ! কারণ তোমার এখনকার বয়সটা যে আমিও পার করে এসেছি!

তোমার সুরক্ষা তোমার হাতেই!

প্রিয় ভাই আমার! জেনে রাখো, মহান রব্ব তোমার হিফাজত (সুরক্ষা) তোমার হাতেই রেখেছেন। এ কথা সঠিক যে, পুরুষের পাপের পথে অগ্রসর হওয়াতে নারী একটা অন্যতম উপাদান। কোন নারীর শরীরী কিংবা অশরীরী উপস্থিতি ব্যতীত কখনই কোন পুরুষ একা একা পাপের পথে অগ্রসর হতে পারে না। নারীরা নরম না হলে পুরুষেরা শক্ত হয় না। নারীরা দরজা খুলে দেয় আর পুরুষেরা তাতে প্রবেশ করে।

তুমি কি ভাবছ, তুমি একাই শিরা-উপশিরায় যৌবনের উত্তাপ অনুভব করছো? দুনিয়াতে তুমিই শুধু এই সমস্যায় পড়েছ? আর কেউ পড়েনি? জেনে রাখো, এটা হচ্ছে যৌবনের স্বাভাবিক চাহিদা। তোমার মতো সদ্য কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের জগতে যে-ই প্রবেশ করে, তার-ই অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা যৌবনের শান্ত তুষের আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলে ওঠে। শিরা-উপশিরায় সে আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। চলমান দুনিয়ার মাঝে আরেকটি দুনিয়াকে কল্পনা করে সে। বাস্তবতার পরিবর্তে দুনিয়ার তাবৎ চাকচিক্য দৃশ্যমান হয় তার চোখে। বদলে যায় আশেপাশের মানুষগুলোর চেহারাও। নারীকে সে শুধু মা কিংবা বোনের মতো নেহায়েত রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখতে পায় না। নারীকে সে কল্পনার তুলিতে ভোগের প্রতিমা হিসেবে আঁকতে থাকে আর নারী দেহের প্রতি সে এক দুর্নিবার ফ্যান্টাসিতে ভুগতে থাকে।

তোমার সমস্যার চেয়েও জটিল হচ্ছে এর সঠিক সমাধান!

তোমার এই বয়সে এমন আচরণের সবই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। তবে প্রচলিত জাহিলি সমাজব্যবস্থা তোমার এই সময়ের স্বাভাবিক ও যৌক্তিক আচরণকে পিষে মারতে চায়। ষোল সতের বয়সে ভালোবাসার যে উত্তাপ তুমি অনুভব করো, প্রচলিত সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা সেই উত্তাপকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কাটাতে বাধ্য করে। এই আট দশ বছরের দহন জ্বালা মেটাতে তোমার মতো তরুণ যুবারা কী করবে? একদিকে যৌবনের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দহন, অন্যদিকে হারাম সম্পর্কের সহজলভ্যতা, কোথায় যাবে সে? সদ্য যৌবন প্রাপ্ত দেহের উষ্ণতা আর আবেগ-উত্তেজনার বিচারে এই সময়টাই যে তোমার জীবনের কঠিনতম সময়! কী করবে তুমি? কি করা উচিত? কে দিবে তোমাকে এর যথাযথ সমাধান? তোমার সমস্যার চেয়েও জটিল হচ্ছে এর সঠিক সমাধান!

সমাজ তোমার দেহঘড়ির সময় উল্টে দিচ্ছে

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ফায়সালা আর মানুষের ফিতরাত (প্রকৃতি) তোমাকে বলছে, তুমি বিয়ে করো। কিন্তু জাহিলি সমাজের পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থা তোমাকে বলছে, তুমি প্রেম করো, অশ্লীল ওয়েব সিরিয়াল আর মুভি দেখে পর্ণাসক্ত হও, মাস্টারবেশন করো সমস্যা নেই কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করো না! অথচ বিয়েটাই ছিলো তোমার চলমান সমস্যার জন্য একমাত্র কল্যাণকর সমাধান। ফলে সমাজ ও পরিবারের চাপে হয়তো তুমি নিজের স্বভাবজাত কল্পনা ও যৌবনের স্বপ্নে বিভোর থাকো। আর অবসরটা এই ভাবনায়ই আত্মনিয়োগ করো। চটি গল্প পড়ে, পর্ণ মুভি আর ন্যুড ছবি দেখে মনের কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করো। ফলে এক সময় দেখা যায়, ওগুলো তোমার অন্তরাত্মাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ওগুলো দেখে তোমার দৃষ্টি ও চোখ তৃপ্ত হচ্ছে। এরপর তুমি যে নারীর দিকেই তাকাও, সেদিকে শুধু সুতন্বী নারীদের বিভ্রান্তিকর ছবিই দেখতে পাও। অংকের খাতা, বিজ্ঞান বইয়ের পাতা, এমনকি পূর্ণিমার চাঁদে তাদের চেহারা ভাসতে দেখো তুমি। সালাত আদায়ের সময়ও তোমার মানসপটে তারা ভেসে উঠে।

তোমরা পরিণত হচ্ছো ভোগ-বিলাসী মেরুদন্ডহীন আজ্ঞাবহ এক ভবিষ্যৎ প্রজন্মে।

সুতরাং তোমাদের ভাই হয়ে বলছি, তোমরা ঐ প্রগ্রতির ফেরিওয়ালা প্রতারক সমাজ সংস্কারক আর সুশীলদের দেখানো পঙ্কিল পিচ্ছিল পথ থেকে ইসলামের পথে ফিরে আসো। আর নিজেদেরকে প্রস্তুত করো আগামী প্রজন্মের রাহবার হিসেবে।

নিজের অমুল্য যৌবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না

প্রিয় ভাই আমার! আজকের নব্য জাহিলি সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে তরুণ-তরুণীরা সময়ের বহু আগেই যৌবনপ্রাপ্তির বিষয়টি দেহ-মনে অনুভব করে। পথে-ঘাটে, মার্কেটে-শপিং মলে, পার্কে-রেঁস্তোরায়, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনে বিপরীত লিঙ্গের উন্মুক্ত, অর্ধউন্মুক্ত শারীরিক সৌন্দর্য উপভোগের সহজলভ্যতা তাদেরকে মানসিকভাবে সাবালক করে তোলে। মোবাইল ডিভাইসের সহজলভ্যতার কারণে তরুণরা অশ্লীল ওয়েব সিরিয়াল আর পর্ণ মুভি দেখে নারী দেহে মিলনের স্বাদ উপভোগ করার জন্য প্রবলভাবে আসক্তি অনুভব করে। কিন্তু কোন বৈধ উপায়ে সে আসক্তি মেটানোর উপায় ও উপকরণ উপযুক্ত সময়ে না পাওয়ায় অধিকাংশ তরুণ-যুবকই নিজের হাতকে কাল্পনিক স্ত্রী বানিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে থাকে। এ কাজটি যে নৈতিকতা, রুচি ও প্রকৃতির রীতি বিরুদ্ধ অশ্লীল কাজ তা তাদের মনেই থাকে না।

মাস্টারবেশন (হস্তমৈথুন বা হাতের সাহায্যে বীর্যপাত করা) এক প্রকার নেশা ও গুপ্ত অভ্যাস, যাকে তোমার মতো তরুণ-যুবারা নিজেদের কামোত্তজনাকে প্রশমন করার জন্য তাৎক্ষণিক বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছে। এটা এমন এক ভয়ংকর নেশা, যা মাদকাসক্তের মাদকের নেশাকেও হার মানিয়ে দেয়। ঐ ক্ষণিকের সুখ ভোগের নেশার পরিণতিতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানির বিরাট ধ্বংসকারিতা।

যৌবন পুরুষের এক অমূল্য সম্পদ। বয়সের সাথে সাথে এর চাহিদা বাড়ে ও কমে। তাই যৌবনের দুরন্ত ঘোড়াকে যদি উঠতি বয়সেই লাগাম পরানো না যায়, তবে নিশ্চয় সে তোমার জীবনে অকাল-বার্ধক্য ডেকে আনবে। যৌন-স্বাদের

অপূর্ব তৃপ্তির বিষয়টি তোমার কাছে আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথেই যদি তার অপব্যবহার করা শুরু করো তবে বৈধ প্রয়োজনের সময় তোমাকে ভীষণ পস্তাতে হবে। মনে রাখবে, রয়ে-সয়ে সবরের সাথে যথাসময়ে খেলে, তবেই কোন খাবারের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।

ভাই আমার! তুমি সবসময় মনে রাখবে, যৌবন কারো জন্যই চিরস্থায়ী নয় বরং তা হলো জোয়ারের পানির মতো, আজ আছে কাল নেই। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে কৃত্রিম মৈথুনের মাধ্যমে শুক্রক্ষয় করে যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার বহু আগেই তা হারিয়ে ফেলাটা নিঃসন্দেহে নির্বোধদের কাজ। সুতরাং কোন তরুণ-যুবকের উচিত নয় আপন হাতে নিজের অমূল্য যৌবনকে ধ্বংস করা। হয়তো তোমার ঐ অতিরিক্ত যৌন-পাগলামির জন্য একদিন বারবার আক্ষেপ করবে। কিন্তু তখনকার আক্ষেপ না কোন কাজে দেবে, না যৌবনকে ফিরিয়ে দেবে!

আল্লাহ তাআলার দেয়া এ অমূল্য সুন্দর যৌবনকালটাকে ক্ষয় করার জন্য যে ব্যক্তি তার স্বীয় লিঙ্গের পিছনে লেগে যায় এবং নিজ হাত দিয়ে বীর্যপাত করার মতো গুপ্ত অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার ঐ হাত পরকালে তারই বিরুদ্ধে পাপের সাক্ষ্য দেবে যে, সে এই পাপ জীবনে কতবার করেছে। যার সুস্পষ্ট হুশিয়ারী কালামুল্লাহয় ইরশাদ হয়েছে এভাবে,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

আজ (হাশরে হিসাব-নিকাশের দিন) আমি তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেব, এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, আর তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।[১]

[১] সুরা ইয়াসিন: ৬৫।

তোমার সমস্যার কল্যাণকর সমাধান অবশ্যই রয়েছে

হে প্রিয় ভাই আমার! মহান শরিয়ত প্রণেতা আল্লাহ রব্বুল আলামিন ও তাঁর সম্মানীত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সমস্যার মূলোৎপাটনে বাস্তবিক সমাধান প্রদান করে বলেছেন (ভাবানুবাদ):

> ওহে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের খরচ বহনের ও শারীরিক সামর্থ্য রয়েছে সে যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা, তা তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হিফাযত করতে সহায়ক হবে। আর যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ সিয়াম যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।[২]

তুমি বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবে, মহান শরিয়ত প্রণেতা বিয়ে করতে অক্ষম হলে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সিয়াম পালনের নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। স্বমেহন বা হস্তমৈথুন, যিনা-ব্যভিচার করার পরামর্শ বা অনুমোদন দেননি। যদিও নিভৃতে নির্জনে হস্তমৈথুনের প্রতি তরুণ যুবাদের আগ্রহ ও সুযোগ বেশি থাকে। আর হস্তমৈথুন করা বা অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে যৌন কামনা নিবারণ করা সিয়াম পালন করার চেয়ে সহজ। তদুপরি বান্দাদের যৌনজীবন ও মানসিক স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতির দিকটি বিবেচনা করে তিনি সে অনুমতি দেননি।

তোমাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে

প্রিয় ভাই আমার, বর্তমান এই সামাজিক পরিস্থিতিতে তোমার বাঁচার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন ও তাঁর সম্মানীত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টির হিফাযত। আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক অথবা দৈহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তুমি তোমার নিজ সত্তা থেকে বেরিয়ে আসবে। আর আপন সত্তাকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে সপে দিবে। আর দৃষ্টির হিফাযত হচ্ছে, যৌন কামনা উস্কে দেয়া বস্তু দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। তবে যদি দৃষ্টি পড়েই যায় সেক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টির পর চোখ সরিয়ে নিবে।

---

[২] সূত্র: সুরা মুমিনুন : ৫-৬, সুরা নূর : ৩৩ ও সহিহ বুখারি : ৫০৬৬।

পাপাচারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কি হারায়, তা তুমি অবশ্যই নিজের চিন্তা-চেতনায় সংরক্ষণ করবে। শুধু এতটুকু চিন্তাই যথেষ্ট যে—পাপাচারী ব্যক্তি হারায় তার ঈমান, যে ঈমানের জাররা পরিমাণও সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে অধিক মূল্যবান।

"যৌবন" মহান আল্লাহর দেয়া এক বড় নিয়ামত

"যৌবন" মহান আল্লাহর দেয়া এক মস্ত বড় নিয়ামত। এই যৌবনের উত্তাল তরঙ্গের সামনে উন্মাদ হয়ে কেউ কেউ আপন রব্বের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। আবার কেউ আপন রব্বকে ভয় করে ভবিষ্যতের (স্ত্রীর) জন্যে নিজের যৌবনের হিফাযত করে, সবর করে। মহান রব্ব আল্লাহ আমাদের সবাইকে যৌবন নামক অতি মূল্যবান নিয়ামতের শোকর আদায়পূর্বক তার যথাযথ হিফাযত করার তাওফিক দান করুন।

দৃষ্টির গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক হও

প্রিয় ভাই আমার, চোখের বা দৃষ্টির গুনাহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও। কেননা মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

> মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।[৩]

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> মহান আল্লাহ অভিশম্পাত দেন দৃষ্টিদানকারী (স্বেচ্ছায় দর্শনকারী) পুরুষ ও দৃষ্টিদানে সুযোগদানকারী (প্রদর্শনকারিনী) নারীর ওপর।[৪]

---

[৩] সুরা আন নূর : ৩০।

দৃষ্টির লাঞ্ছণা খুবই করুণ ও ভয়াবহ!

তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর সম্মানিত নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নাম শুনেছ। আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলায়খা যদি ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর চেহারার দিকে কামনার দৃষ্টিতে না তাকাতো, তবে সে নিজের জৈবিক কামনার কাছে এভাবে নেতিয়ে পড়তো না এবং গুনাহের প্রতি ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আহ্বানও করতো না। অপরদিকে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি দৃষ্টির হিফাযত ও আত্মনিয়ন্ত্রণ না করতেন তবে ক্ষণিকেই মারাত্মক পদস্খলন ঘটে যেত। এজন্য ক্ষণিকের লাগামহীন আচরণের কারণে পবিত্র কুরআনে জুলায়খার নাম লাঞ্ছণার সাথে আলোচিত হয়েছে আর ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নাম সংযত সম্মানিত পবিত্রতম চরিত্রবান পুরুষ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত নির্লজ্জ কাজের উদাহরণ হিসেবে জুলায়খার ঘটনা প্রচার হতে থাকবে মানুষের মুখে মুখে। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কত ভয়াবহ ও কত করুণ হয় কামনার দৃষ্টির লাঞ্ছণা!

কিয়ামতের দিন যদি অন্ধ হয়ে উঠতে হয়!

প্রিয় ভাই আমার! আমাদের মাঝে অধিকাংশই বিভিন্ন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে টিভি কিংবা মোবাইল ডিভাইসে ছবি ও ভিডিও দেখতে অভ্যস্ত। আর এক্ষেত্রে দৃষ্টির গুনাহের বিষয়টি গুরুত্বহীন মনে করা হয়। মনে রাখবে, ছবি ও ভিডিওতে গায়রে মাহরামকে দেখা সরাসরি দেখার চেয়েও অধিকতর মারাত্মক। চলতি পথের দেখা অতটা নিখুঁত ও নিবিড় হয়না, যতটা ছবি ও ভিডিও দ্বারা হয়। তোমরা মোবাইলে, ট্যাবে, ল্যাপটপে, কম্পিউটারে, টিভিতে, ফ্যাশন ম্যাগাজিনে যে নারীদেরকে দেখে থাকো, সৌন্দর্য ও দৈহিক গঠনে তারা নিখুঁত, পারফেক্ট। এমনকি তুমি চাইলে মিনিটের পর মিনিট, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ঐ পারফেক্ট নারীদেহের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারো—বাধা দেয়ারও কেউ নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনের কোন মানুষই এরকম পারফেক্ট হয় না। আর তাদেরকে এরকম পিক্সেল বাই পিক্সেল জুম করে দেখাও যায় না। তোমাকে বোঝা উচিত, ডিজিটাল মিডিয়া আর বাস্তবতা এক নয়। সুতরাং এসব ফিতনা

[৪] বায়হাকি, শুআবুল ঈমান : ৭৩৯৯, মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩১২৫।

থেকে আরো বেশি সতর্ক থাকাটা জরুরি। এমন যেন না হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরনারীর পেছনে ব্যয় করলাম, পরিণামে আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি আখেরাতে ফেরত দিলেন না! ওইদিন যদি অন্ধ হয়ে উঠতে হয় তাহলে কী অবস্থা হবে?!

পর্ণ দেখাটা কতটুকু স্বাভাবিক?

মানুষকে নগ্ন করে বিপথে নেয়ার শয়তানের চক্রান্ত শুরু হয়েছিল সৃষ্টির সর্বপ্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে। শয়তানের সেই চক্রান্ত আজও শেষ হয়নি, বরং যুগের পর যুগ ধরে বেড়েই চলেছে। বর্তমান যুগে শয়তানের সেই শয়তানি চরম মাত্রা লাভ করেছে ইন্টারনেট পর্ণগ্রাফির কারণে। পর্ণগ্রাফি শয়তানের পাতা এমন এক ভয়ংকর ফাঁদ যা নিঃসন্দেহে মানবতার জন্য হুমকি।

পর্ণ, পর্ণগ্রাফি, নীলছবি। একটা অসুখ। কঠিন দুরারোগ্য অসুখ! তুমি একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে সদ্য গোঁফের রেখা গজানো কিশোরের মুখের দিকে তাকাও, উদ্দাম কলেজপড়ুয়া স্বপ্নবাজ তরুণ, ভার্সিটির দৃষ্টি অবনত করে চলা প্র্যাক্টিসিং ছাত্র, কাঁধের দু'পাশে দুই বেণিওয়ালা কিশোরীর চেহারার দিকে তাকাও, বাস-ট্রাক-লেগুনা, অটোরিক্সার ড্রাইভার হেলপার, রিক্সা-ভ্যান চালকদের চেহারার দিকে তাকাও, রাস্তায়, মাঠে-ময়দানে, ক্ষেতে-খামারে খেটে খাওয়া কর্মজীবীর ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকাও। অবিশ্বাস্য এক কঠিন সত্য তুমি উপলব্ধি করবে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটাই সত্যি! এক কঠিন দুরারোগ্য অসুখ পর্ণাসক্তিতে ভুগছে আজকের নতুন প্রজন্মের অধিকাংশ আদমসন্তান।

প্রিয় ভাই আমার! পর্ণ দেখতে দেখতে একসময় তুমি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যখন তোমার কাছে পর্ণ দেখাটা স্বাভাবিক কাজ হয়ে যাবে। কতটা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তুমি পড়বে একবার ভেবে দেখো তো! তুমি চরম মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনের মুখোমুখী হবে। এভাবেই জেনে না জেনেই পর্ণগ্রাফির ভয়ংকর ছোবলের শিকার হচ্ছে তোমার মতো লাখো তরুণ-যুবক।

পর্ণ দেখার শুরুটা অনেকটা সাইকেল নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার মত। শুরুতে তুমি এটা উপভোগ করবে, রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারের স্বাদও পাবে।